Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভূমিরাজস্বনীতিঃ কৃষক বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর এর প্রভাব।

Santu Ghorai Ph.D Scholar (History)
Mansarovar Global University, Sehore(M.P)
Email:- santu.ghorai19@gmail.com

Abstract:-

১৭৬৫ খ্রীঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করিলে ভূমি – সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়। বাংলা তথা ভারতের ভূমি - সংক্রান্ত বিষয়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এইকারণে লর্ড ক্লাইভ মোগল আমলের রাজস্ব ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখেছিলেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে রাজস্ব – সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে ব্রতী হন। পরবর্তীতে কর্নওয়ালিশ বড়লাট হয়ে ভারতে এসে এদেশের ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধান ও আলোচনা চালান। কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেলের কার্যভার গ্রহণ করার পর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সকল দিক থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা কার্যকর করেন। ব্রিটিশরা জমিদারদের মাধ্যমে জোরপূর্বক ভাবে ভূমি রাজস্ব আদায় করতে থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে প্রজারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নতুন জমিদার পূর্বতন জমিদারদের অপেক্ষায় কোনমতেই অধিক উদার ছিলেন না। জমির উপর প্রজাদের স্বত্ব সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় বহুক্ষেত্রে জমিদাররা কারণে - অকারণে প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। জমিতে প্রজাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় স্বভাবতঃই জমির উন্নয়নের কোন চেষ্টা তারা করতনা। জমিবন্দোবস্ত ও খাজনা নির্ধারণ করার অধিকার জমিদারদের দেওয়ায় বহুক্ষেত্রে জমিদাররা উচ্চ হারে খাজনা ও নানাভাবে অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। ফলে প্রজাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা আশা করেছিলেন যে জমিদাররা প্রজাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তাদের

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। কিন্তু পরবর্তীকালে জমিদাররা গ্রাম ত্যাগ করে শহরে বসবাস আরম্ভকরলে নায়েব গোমস্তাদের হাতে প্রজাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছায়। উপরন্তু জমিদারদের অনুপস্থিতির ফলে গ্রামের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর হ্রাস পায়। অর্থাৎ বাংলাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তার, ভূমি রাজস্ব নীতি ও অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি ভারতবাসীর চিরাচরিত জীবনধারার উপর প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার বিভিন্ন উপজাতি শ্রেণির মধ্যে ক্ষোভ – বিক্ষোভ প্রকাশ পায়। সকলের মধ্যেই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে এবং খন্ড - খন্ড ভাবে আঞ্চলিক বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই বিদ্রোহগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ (১৭৭২ খ্রীঃ), চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৯খ্রিস্টাব্দ), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫ - ৫৭ খ্রীঃ)। ইংরেজ শাসনের অবর্ণনীয় অত্যাচার ও দমন নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল এই সমস্ত উপজাতি গুলি। অনেক পণ্ডিত এই আন্দোলন গুলিকে ইংরেজ - বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা - আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন।

Introduction:-

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পর থেকে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান লক্ষই ছিল যতবেশি সম্ভব খাজনা আদায় করা। নায়েবদেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পরই রেজা খান উপলব্ধি করেন যে তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করবে তাঁর অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় করার দক্ষতার ওপর। আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমান বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবেই আমিলদারি ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল। ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্যই আমিলদের নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের নির্দিষ্ট পরিমান রাজস্ব কোম্পানী মনোনীত নায়েব দেওয়ানকে তুলে দিতে বলা হয়েছিল। আমিল যতদিন তার নির্দিষ্ট এলাকায় নিযুক্ত থাকত, ততদিনই সে যতবেশি সম্ভব ভূমিরাজস্ব আদায় করে ইংরেজ কোম্পানির কাছে কৃতিত্বের দাবিদার হতে চাইত। আমিলদের উদ্দেশ্যই ছিল কৃষকদের ওপর চরম অত্যাচার চালিয়ে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমান বৃদ্ধি করা ও নায়েব দেওয়ান তথা ইংরেজ কোম্পানিকে সন্তুষ্ট রাখা। পরবর্তীতে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থাতে কোম্পানির লাভ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু রাজস্বের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ রাজস্বের

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেক পুরনো জমিদার, তাদের অধীনস্থ ইজারাদার ও রায়তরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। আর একসময় সাধারন চাষিরা ঐক্যবদ্ধ হতে চেষ্টা করে। তারা কোম্পানির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন চালাতে থাকে। তবে আশ্চর্যের বিষয় কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রথম পর্বে যে সমস্ত আন্দোলন গুলি হয়েছিল সেগুলি মধ্যে বেশির ভাগই ছিল উপজাতি বিদ্রোহ। অনেকের মতে এই উপজাতিরাই প্রথম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধটি লড়েছিল ।তারা সূত্রপাত করেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের। নিম্নে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

Literature review :-

'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' বইতে সুপ্রকাশ রায় এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন- "কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি মধ্যযুগের সহস্রমুখী শয়তানি চক্রান্তের মত। এই শয়তানী চক্রান্ত দ্বারা শিকারকে লোহার খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা উহাকে ক্ষত-বিক্ষত করা হইত"। তিনি আরো লিখেছেন- সাম্রাজ্যবাদের কৃষক - শোষনের পন্থা ছিল একটা নয়, শত শত। এই সকল পন্থাই একসঙ্গে কৃষককে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে তার রক্ত শোষণ করত, তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলত। সাম্রাজ্যবাদের ভূমি-রাজস্ব- ব্যবস্থা কৃষকের শেষ পাইটি পর্যন্ত কেড়ে নিত। স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন উপজাতি বিদ্রোহ গুলি। আর এই গুলির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে সন্ন্যাসী দের তিনি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে সমর্থন করেছেন। তিনি এই বিদ্রোহকে গণসংগ্রাম আখ্যা দিয়েছেন। ড: অতিস দাশগুপ্ত 'The Fakir and Sannyasi Rebellion' (cal- 1992) গ্রন্থে বলেছেন যে , - কোম্পানি যে রাজস্ব বৃদ্ধির পথ গ্রহণ করে ছিল তা সন্ন্যাসীদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছিল। তারা সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহ করেছিল। অপর একটি আঞ্চলিক বিদ্রোহ ছিল নীলবিদ্রোহ। পুলকচন্দ্র তাঁর 'নীল বিদ্রোহ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, নীল চাষিরা বিদেশী শাসন উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল। এটি ছিল একটি

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

গুরুত্ব পূর্ণ দিক। ড: চিত্রব্রত পালিত লিখেছেন- এই বিদ্রোহে অনেক জমিদার চাষিদের পক্ষ অবলম্বন করে বিদ্রোহকে জোরদার করেছিল। যাছিল ইংরেজদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ড: বিনয় চৌধুরীও এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন- জমিদারদের একাংশ নীল চাষিদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই বিদ্রোহটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায়। আর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের লেখা নীলদর্পণ নাটকে। অপর একটি উপজাতি আঞ্চলিক বিদ্রোহ হল সাঁওতাল বিদ্রোহ। বুদ্ধদেব টুডু 'সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিকথা' বইতে এই বিদ্রোহের চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

Methodology:-

ম্যাথডোলজি একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে আমি Secondary Sources ব্যবহার করেছি বিষয়টি লেখার ক্ষেত্রে। আমি কোন Primary Sources ব্যবহার করিনি।

Discussion about the main content:-

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিদ্রোহগুলি ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। সাম্রাজ্যবাদের শোষণের পন্থা ছিল একটা নয় , শত শত। এই সকল পন্থাই একসঙ্গে উপজাতি সম্প্রদায় এবং কৃষককে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে তার রক্ত শোষন করত, তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। সাম্রাজ্যবাদের ভূমি – রাজস্ব- ব্যবস্থা কৃষকের শেষ পাইটি পর্যন্ত কেড়ে নেয়। এই রাজস্ব এরূপভাবে ব্যয় করা হত যে, তার সঙ্গে কৃষকের জীবনের কোনই সম্পর্ক থাকত না। সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতিক ব্যবস্থা কৃষক ও সাধারণ মানুষকে গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণ হতে বিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর হাতে সমর্পণ করত। আর এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষককে বাধ্য করত বৈদেশিক শিল্পের জন্য সস্তায় কাঁচামাল উৎপাদন করতে। কৃষকের কাঁচামালের স্বল্প মূল্যের জন্য যদি অন্যান্য শোষকদের লুটের বখরা আদায় না হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিত, তবে তারা সকলে মিলে কৃষকদের ঘটিবাটি সমস্ত কিছু কেড়ে নিত- অবশ্য যদি কিছু থাকত। এটা অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই অনিবার্য পরিণতি।

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

সাম্রাজ্যবাদের শিল্পনীতির ফলে শিল্পদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পেল, আর সেই মূল্য দিতে হল কৃষককে। এই শিল্পনীতির ফলেই গ্রামাঞ্চলের বেকার - সংখ্যা ও জমির জন্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেল। সকল কিছুর পরিণতি হিসাবেই কৃষির অবস্থা ক্রমশ চরম বিপর্যয়ের দিকে অগ্রসর হল। কৃষকের মাথার উপর ট্যাক্সের যে বিরাট বোঝা চাপানো হয়েছিল তা দিতে তারা অক্ষম। সেই ট্যাক্স এর দায়ে কৃষকের যে সামান্য জমিজমা ছিল তাও কেড়ে নেওয়া হল। কৃষক মহাজন গোষ্ঠীর ঋণদাসে পরিণত হল, অথবা সে চিরতরে কৃষি শ্রমিক রূপে দেখা দিল। সাম্রাজ্যবাদ এইভাবে ভারতের কৃষকের জন্য সৃষ্টি করল "এক চমৎকার সমৃদ্ধির স্বর্গ" - নিঃস্ব ও সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এক ভিখারী- জীবন।

এই রূপ প্রেক্ষাপটে কৃষক সম্প্রদায়, সাধারণ মানুষ বিদ্রোহে সামিল হয়। এক্ষেত্রে সকল সময় সাম্রাজ্যবাদের শাসন যন্ত্রটিকে দেখতে পাওয়া না গেলেও, মহাজন আর জমিদার - গোষ্ঠীর রক্ত কলুষিত হস্ত সকল সময় গরিবের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত কিছুই কেড়ে নিতে থাকে। এই সময় ঘটে যায় বাংলার ইতিহাসে উপজাতি বিদ্রোহ গুলি। আর এই বিদ্রোহ গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই জাতীয়তাবাদী চরিত্র। তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বাধীনতার লড়াই টি লড়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে নীল বিদ্রোহের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই বিদ্রোহের ব্যাপকতা ছিল অনেক বেশি। অনেক ঐতিহাসিকেরা সিপাই বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু দেখা যায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি। তবে নীল বিদ্রোহের সময় এই সম্প্রদায় নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে গিয়ে চাষীদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটি সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। নীল চাষীরা বিদেশী শাসন উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই বিদ্রোহ বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে শুরু হলেও একে আঞ্চলিক বিদ্রোহ বলা যায় না। এর পেছনে Universal চরিত্র বিদ্যমান ছিল। প্রায় সর্বশ্রেণীর মানুষ এই বিদ্রোহে যুক্ত হয়েছিল।

অপর একটি উপজাতি বিদ্রোহ হল সাঁওতাল বিদ্রোহ। মার্কস তাঁর 'Notes on Indian history' তে মন্তব্য করেছেন- "বুলেটের সামনে সেদিন তীর - ধনুক পারেনি কিন্তু রেখে গেছে এক ন্যায় সঙ্গত

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

বিদ্রোহের প্রতীক"। কলকাতার সংবাদ ভাস্কর পত্রিকার ১৮৫৬ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা এবং ক্যালকাটা রিভিউ থেকে জানা যায় যে,- সাঁওতাল বিদ্রোহের চরিত্র ছিল সার্বিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। বিদ্রোহে কেবল সাঁওতালরাই যোগ দেয়নি,

যোগ দিয়েছিল অন্যান্য নিপীড়িত শোষিত, বঞ্চিত, মেহনতিকর মানুষ। তাদের মধ্যে ছিল কুমার, তেলি, ডোম ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষ। অনেক পন্ডিত একথাও বলেছেন যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল কৃষক শ্রেণীর বিদ্রোহ। তবে এটি শুধু কৃষক বিদ্রোহ ছিল না, এটি ছিল একটি স্বাধীনতার যুদ্ধ। অর্থনৈতিক শোষণ থেকে এর উদ্ভব হলেও 'খেরওয়ার' বা স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা ছিল এই বিদ্রোহের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সাঁওতালরা এক শোষণমুক্ত, মহাজনি চক্রান্ত বিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারা হাজার বছরের পুরনো আস্থাকে পুনঃ স্থাপিত করার জন্য বিদ্রোহ করেছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব টুডু 'সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিকথা' বইতে মন্তব্য করেছেন যে, মহাত্মাগান্ধী সাঁওতালদের কাছ থেকে - অহিংস গনআন্দোলনের রণকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। (সাঁওতালরা ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই বিদ্রোহের পথে পা না বাড়িয়ে আবেদন নিবেদনের পথ ধরেছিলেন)।

Conclusion:-

সর্বনাশকর ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় উপজাতি কৃষক বিদ্রোহ কোন নতুন ঘটনা নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শেষ, উপায় হিসেবেই তাদেরকে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র আর সামরিক আক্রমণের দ্বারা রাজবংশের ঘনঘন পরিবর্তনের মতই কৃষক বিদ্রোহের ফলে রাজবংশের পরিবর্তন ঘটবার দৃষ্টান্ত অল্প নয়। আর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রথম হাতিয়ারটি ধরেছিল এই উপজাতিরাই। তারা স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রথম দামামাটি বাজিয়েছিল। এক্ষেত্রে সাঁওতাল বিদ্রোহ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। তারা উৎপীড়ক শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, তার ধ্যান-ধারণা ও জীবনধারার সম্পূর্ণ বিপরীত এক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণ করেছিল। তাই বলা যেতে পারে যে, এই বিদ্রোহ গুলির গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোন মানেই হয়

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

না। মেজর ডিনসোট জার্ভিসের ভাষায় – "তারা মরতে জানে আত্মসমর্পণ করতে জানে না" । এই বিদ্রোহ জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পথকে সুগম করেছিল।

Reference:-

1. Alka , Mehta and BL Grover. (2018). A New Look at Modern Indian History. (From 1707 to the Modern Times). New Delhi :S Chand Publishing.
2. Bose, Nobin Kristo. (1862). The Land Tenure in Bengal. Calcutta: Procedings of the Bethune Society, For the sessions: 1858-1860 & 1860-1861.
3. Banerjee, A.C. (1983). The New History of Modern India. (1707-1947 A.D). Calcutta: Bagchi.
4. Bandyopadhyay, Sekhar. (2004). From Plassey to Partition and After. Kolkata : Orient Blackswan Pvt Ltd.
5. Broomfield, J.H. (1968). Elite conflict in a plural Society: Twentieth Century Bengal. Barkley and Los Angeles: University of California Press.
6. Chatterjee, Sanjib Chandra. (1977). Bengal Ryots: Their Rights and liabilities: Being an Elementary Treatise on the Law of Landlord and Tenant. South Asia Books.
7. Chatterjee, Bankim Chandra. (1957). Bongo-desher Krishak. (in Bengali) • Printed and edited by Sadhan Chatterjee. Kolikata.
8. Dey, Amalendu. (2017) . Chirostaye Bandobast o Bangali Buddhijivi. (In Bengali). Kolkata: Big Books.
9. Dutta, Akshay kumar. (Baisak 1772 Shock). Polligramostha Prajader Durabastha. Tattvabodhini Patrika. (Magazine in Bengali).
10. Datta, Bhabatosh. (1962). The Evolution of Economic Thinking in India. Calcutta: Federation Hall Society.
11. Dutt, R.C (1960) . The Economic History of India under Early British Rule. Publication Division, Ministry of information and Broadcasting, Government of India.
12. Elahi, Sheikk Fazle. (November.2021). Chirostaye Bandobast o Zamindari Uchhed .(In Bengali) Dhaka : Dibba Prakash.

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

13. Ghosh, Vinay .(1971). Samoik Patrya Banglar Samaj Chitra. (In Bengali). Kolikata: Bengal Publishers Private Limited. (Part – II).
14. Ghosh, Binay.Chirostaye Bandobast O Bangali Samaj . (In Bengali).
15. Gupta, Atul Chandra.(Bengali 1351). Zomir Malik . (In Bengali).Kolikata.
16. Hunter, William Wilson.(1868).Annals of rural Bengal . New York: Leopold and Holt.
17. Islam, Sirajul.(23 march, 2021). The Permanent Settlement oin Bengal :A study of its operation 1790-1818.Kolkata : Published online by Cambridge University Press.
18. Majumder, R.C (2022). History of Freedom Movement in India.(Volume – III) Calcutta : Firma KLM Private Limited.
19. Mukherjee, Subodh Kumar. (1991) Bangler Arthik Itihas .(In Bengali).Kolkata : K. P. Bagchi and Company.
20. Mukherjee, RadhaKamal.(1933).Land Problems of India. Longmans, Green and Company Limited and University of Calcutta.
21. Mitra, Satish Chandra. (1 January 2001). Jessore – Khulner Itihas.(In Bengali) Calcutta : Ananda Publisher.
22. Majumdar, Nepal.(1999).Chirostaye o Ryotwari :Bangler Prokhata Buddhijivira.(In Bengali).Kolkata : Dey's Publishing.
23. Mukherjee, Nilmani.(1962).The Ryotwari System in Madras 1792 to 1827. Calcutta : Firma K.L Mukhopadhyay.
24. Newaz,Dr. Ali . (2002) Bangladeser Bhumi Vyavastha o Bhumi Sanskar . (In Bengali).Dhaka: Afsar Brothers.
25. Palit,C.(2011) Tensions in Bengal rural society : Landlords Planters and Colonial Rule, 1830 - 1860.Delhi:Foundation Books.
26. Rahim, Dr. Mohammad Abdur.et all.(2009). Bangladeser Itihas.(In Bengali). Dhaka : Nowraz Kita bistan.
27. Roy, Ratnalekha.(1979). Change in Bengal agrarian society 1760-1850.New Delhi: Monohar.
28. Roy, Tirthankar. (2021). East India Company o Bharater Arthanaitik Itihas.(In Bengali). Kolkata: Ananda Publication.

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

29. Roy, Suprakash.(1996). Bharater Krishok – Bidroho o Ganatantrik Sangram. Kolkata : Orient Blackswan.
30. Roy, Siddhartha Guha and Chatterjee, Suranjan .(2021). Aadhunik Bharat borser Itihas(1707-1964 A.D).(In Bengali). Kolkata: Progressive Publishers.
31. Roy, Tirthankar. (2000). The Economic History of India 1857 – 1947. New Delhi :Oxford Universirty press.
32. Sengupta, Kanti Prasanna. (1993). Adunik Bharat (1765 – 1858 A.D). (In Bengali). Kolikata : We st Bengal State Book Board.
33. Umar, Badruddin. (November .2019).Chirostaye Bandobaste Bangladaser Krishak. Kolkata: Chirayat Publication Private Limited
34. (January – 17,1906).The Bengalee(Newspaper).
35. Memorandam of Bengal Provincial Kisan Sabha, Submitted to Floud Commission (Volume-VI). Alipure : 1941.